Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে মাঘ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 8th Feb. 1961 { ৩৬শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

ভাঙ্গড় কেন্দ্রে উপ-নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ ইসাকের জয়লাভ

—•—

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভাঙ্গড় (২৪ পরগণা) কেন্দ্রের উপ-নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ ইসাক ৩৭০৪৫ ভোট পাইয়া বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীসমীরকুমার সরকার ১৪৭৫৮ ভোট এবং শ্রীহারাণ দত্ত ৯৪০ ভোট পাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ও বন বিভাগের মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্করের মৃত্যুতে ভাঙ্গড় কেন্দ্রের আসনটি শূন্য হয়। এই নির্ব্বাচনকেন্দ্রের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার। তন্মধ্যে ৫৪২৮২টি ভোট গৃহীত হয়। ১৫৩৯টি ভোট নাকচ হইয়া যায়।

হায় রে!

উত্তর পশ্চিম কলিকাতার এম, পি, উপনির্ব্বাচনে সামান্য কয়েকদিনের জন্য শ্রীমোহিত মৈত্র পার্লামেণ্টে মেম্বর হইয়া পশ্চিম বাংলার যে দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। এই উপনির্ব্বাচনে জয়লাভ করিলেন মৈত্র মশায় আর পরাজিত হইলেন বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন। অশোককুমার সেনের পরাজয়ে ভীত হইয়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন যে সৎকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইলেন। এই সৎকর্ম্মটী—বিহারের সহিত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে মার্জ্জারীকৃতকরণ অর্থাৎ সমস্ত পশ্চিম বাংলাকে বিহারে লীন করিয়া দেওয়া। এই সদনুষ্ঠানে তিনি পাইয়াছিলেন কংগ্রেস সভাপতির আশীর্ব্বাদ, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালজীর উৎসাহ এবং আরও অনেক মাননীয় পুরুষের সদিচ্ছা।

অশোকের পতনে এবং মোহিতের উত্থানে বিভীষিকা দেখিয়া ভরকাইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন জনমতের কাছে আমার পরাজয় হইয়াছে। মার্জ্জার হইল না। যদ্যপি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মার্জ্জার করিতে সমর্থ হইতেন তবে তখনই তাঁহার ভারতরত্ন উপাধি অবহেলে লাভ হইত। অবশ্য কোষ্ঠীর ফল ফলিল বিলম্বে। আজ বেরুবাড়ীর অদৃষ্টে যাহা ফলিতেছে সমস্ত পশ্চিম বাংলাই বেরুবাড়ীকে সঙ্গে লইয়া বিহারে বিহার করিত। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ভারতরত্ন হইলেন, হইতেনও কিন্তু ভারতরত্ন হইবার অধিবাস খুব রুচিকর হইল না ইহাই অনেকে বলিতেছে।

সত্যমেব জয়তে যে দেশের মটো তাহার পক্ষে সত্য গোপন কত মর্ম্মান্তিক

—•—

প্রকাশ, ইংলণ্ডের রাণী বলিয়াছেন, তিনি "প্রকৃত" ভারত দেখিতে ইচ্ছুক। যাহাতে তিনি প্রকৃত ভারত দেখিতে না পা'ন—দেশের লোকের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি তিনি লক্ষ্য না করেন, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। যে দিন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে পথে তিনি দমদম বিমান বন্দর হইতে কলিকাতায় প্রবেশ করিবেন, সেই পথের সৌন্দর্য্য-সজ্জার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে, সেই দিনই সংবাদপত্রে আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়—একটি মামলার বিচার ফল। মামলার ঘটনা—একটি বাঙালী বেকার কলিকাতায় রাজপথে ভিক্ষা করিয়াও ক্ষুধিত পুত্রকে খাদ্য দিতে না পারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

গত রবিবারের আর একটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যে পুত্রকে আছড়াইয়া হত্যা করিয়াছিল। সেই রামদাস ছিল সমাজের যে স্তরকে 'নিম্নস্তর' বলা হয়, তাহার লোক। আর শেষ ঘটনাটি যে স্তরকে 'মধ্যস্তর' বলা হয়, সেই স্তরের। অনুপম রায়ের বয়স ৫০ বৎসর; তিনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন—একখানি ডাক্তারখানাও ছিল। কিন্তু আয় যাহা ছিল, তাহাতে পরিবার পালন করা সম্ভব ছিল না। অভাবে ঋণ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া অনুপম ও তাঁহার পত্নী স্থির করেন—তাঁহারা আপনাদিগের দরিদ্র পরিবার নিশ্চিহ্ন করিবেন—সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া আপনারা বিষপানে জীবন শেষ করিবেন। চিকিৎসকরা বলেন—লোক সাময়িক উন্মাদাবস্থায় আত্মহত্যা করে। এ স্থির ধীর বিবেচনা ও সঙ্কল্প। স্ত্রী মাতা, তিনি স্বামীর নিকট শেষ অনুরোধ জানাইলেন যেন তাঁহার মৃত্যু ঘটিবার পরে সন্তানদিগকে হত্যা করিয়া স্বামী আত্মহত্যা করেন। স্বামী স্ত্রীর সেই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলে রাত্রিকালে স্ত্রী বিষপান করিলেন। যন্ত্রণা যতই কেন হউক না—দৃঢ় সঙ্কল্পে শব্দ পর্য্যন্ত না করিয়া সব সহ্য করিলেন—পাছে সুপ্ত সন্তানদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সঙ্কল্পিত কাজে বিঘ্ন ঘটে। স্বামী যখন বুঝিলেন, স্ত্রী মৃতা—তখন তিনি একটি পুত্রের শ্বাসরোধ করিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন। কিন্তু বালকের আর্ত্তনাদ চেষ্টায় তাহার ভ্রাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে জাগিয়া পিতার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে পলাইল। পিতা তখন স্বয়ং বিষপান করিলেন।

পুত্রের চীৎকারে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িলেন। তখন স্বামীর দেহে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। অল্প সময় পরে তিনি সর্ব্বযন্ত্রণাতীত হইলেন। ঘটনাটি ঘটিয়াছে—কলিকাতায়, মধ্য কলিকাতায় গিরিশ পার্কের সান্নিধ্যে। প্রথম ঘটনায় পুত্রহত্যাকারী পিতা হত্যাপরাধে—যথারীতি মামলা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। বিচারকও—নিয়মানুসারে তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সরকারের কর্ম্মচারী হইয়াও একটি মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকিতে পারেন নাই—যে সরকার ভয়াবহ পরিকল্পনার পর ভয়াবহ পরিকল্পনার দ্বারা রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করিতে আগ্রহশীল, সেই সরকার এইরূপ দুর্দ্দশার প্রতীকার করিতে পারেন না? এবার মামলা হইবে না। কারণ, আসামী অনুপম আদালতের এলাকা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—মরিয়াছে। কাজেই এই ব্যাপারে এই স্থানেই সব শেষ। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত ভারত নহে?

বিদেশের রাণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনার পথের একাংশের স্বরূপ গোপন করিবার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে—৫ লক্ষ টাকা। কলিকাতার ময়দানে যে ফোয়ারা বসিতেছে, তাহার ব্যয় কত তাহা জানা নাই।

সহর ও মফঃস্বলে—অন্নাভাবে প্রতিদিন যে মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে, কে তাহার প্রতীকারোপায় চিন্তা করে। কে সে বিষয়ে মনোযোগী? যে সহরে পর পর এইরূপ দুইটি ঘটনা ঘটিল—তাহার বিস্তার ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে। মানুষের কথা কে ভাবিতেছে? আজ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথা আমরা মনে করিতেছি। তখন দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল হয় নাই। তবুও কলিকাতায় কয়জন ধনী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—যাহাতে কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্ত্তী ১২ মাইল স্থানে কেহ অভুক্ত না থাকে, সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সে সঙ্কল্পানুসারে কলিকাতার ভার লইয়াছিলেন—রাজেন্দ্র মল্লিক; সদাব্রতের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি "নূতন বাজার" প্রতিষ্ঠা করেন। আর উপকণ্ঠের ভার লইয়াছিলেন—মতিলাল শীল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত এখনও বেলঘরিয়ায় ও বেহালায় "ঠাকুরবাড়ীতে" দেখিতে পাওয়া যায়।

দরিদ্রের অবস্থা আমরা দেখিলাম। আর ধনীর?—ধনীদিগের মধ্যে কত জন সরকারের বদান্যতায় বাড়ী বিক্রয় করিয়া তহবিল বাড়াইয়াছেন? "মহারাজা" যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উত্তরাধিকারী; "মহারাজা" মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উত্তরাধিকারী; "মহারাজা" যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও (লালগোলা) মহাশয়ের উত্তরাধিকারী; "মহারাজাধিরাজ" বিজয়চাঁদ মাতাবের (বর্দ্ধমান) উত্তরাধিকারী ইত্যাদি। এমন কি সুখলাল কারনানীর বংশধরও বঞ্চিত হ'ন নাই। বিড়লা প্রমুখ ব্যক্তিরা গৃহ দান করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছেন—'মহারাজা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াইয়াছেন। লোককে কাজ করিবার সুযোগ দিয়া অন্নার্জ্জন করাইবার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা কি বর্ত্তমান সরকারের কল্পনাতীত? দারিদ্র্যের যে নগ্নরূপ গ্রে ষ্ট্রীটে রামদাসের পুত্রহত্যায় ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী অনুপমের সমগ্র পরিবার শেষ করিবার—আংশিক সফল—চেষ্টায় দেখা গিয়াছে, তাহা কি? ইংলণ্ডের রাণী অবশ্য তাহা দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু যাঁহারা এ দেশে "কল্যাণ রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করিবার কাজ লইয়াছেন—তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? ?—"ঢাক ঢিতা—ঢাক ফুলভারে।"

গ্রামাঞ্চলে মন্দিরে চোরের উপদ্রব

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপদেশ

পুলিশের গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ ভিত্তি করিয়া পাশ্চম বঙ্গের মহা আরক্ষ পারদর্শক জানাইতেছেন যে, কালকাতা হইতে সহজেই যাতায়াত করা যায় পশ্চিম বঙ্গের এইরূপ বিভিন্ন জেলায় একদল দুর্ব্বৃত্ত মন্দিরে চুরি করার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গৃহহীন অপরাধীর দল। দলের অনেকে হিন্দু না হইয়াও অনেক সময় হিন্দু নাম গ্রহণ করে। অনেক সময় দলের কেহ কেহ সাধু সাজিয়া এই সব অপরাধ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, কেহ কেহ গ্রামাঞ্চলে পুরাতন কাগজ, চট, ন্যাকড়া ক্রয়ের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সব অপরাধী দলের বা সন্দেহজনক অজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের সন্ধান পাইলে অচিরে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য জনসাধারণকে অবহিত করা যাইতেছে।

অবহেলিত ম্যাকেঞ্জি পার্ক

লালগোলার স্বর্গীয় দানবীর মহারাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহোদয়ের নির্ম্মিত রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের দালানের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে খুব কষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহা সহরের টাউন-হলরূপে ব্যবহৃত হইত। সুন্দর পাকা দালান সংস্কার অভাবে দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বারান্দার মেঝে ফাটিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে। চারিধারের তারের বেড়াও স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত আছে। আমরা সুযোগ্য মহকুমা শাসক মহোদয়কে এই পার্কটির দালানের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

নোংরা জল

রঘুনাথগঞ্জ সহরের ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডের সদর ও গলি রাস্তায় পার্শ্ববর্ত্তীর বাড়ীর নোংরা জল ও এঁটো-সকড়ি রাস্তায় পরায় পথবাহিগণের অসুবিধা ও প্রতিবেশিগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষকে এই সব অনাচার দূর করার বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আগামী ৬ই মার্চ্চ আরম্ভ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই আই-এ, এবং আই-এস-সি পরীক্ষার কার্য্যসূচী চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়াছেন।

বিশিষ্ট দেশসেবকের পরলোক

বীরভূমের নলহাটী থানার ঝাউপাড়া গ্রামের নির্য্যাতিত দেশসেবক শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৬৪ সালে রডা কোম্পানীর পিস্তল চুরির মামলায় ধৃত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শিষ্য ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন।

সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে আমরা ইংরাজী ১৯৬১ সালের সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। আমরা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মকর্ত্তাগণঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

১। মেসার্স রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ৩২-বি, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলিকাতা—১

২। বরদা টাইপ ফাউণ্ডারী, কলিকাতা।

৩। মেসার্স ফণিভূষণ সিংহ এণ্ড সন্স, রঘুনাথগঞ্জ। ৪। মেসার্স দত্ত ষ্টোর, রঘুনাথগঞ্জ

৫। মেসার্স কেনারাম চন্দ্র এণ্ড সন্স, রঘুনাথগঞ্জ।

৬। পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসঙ্ঘ লিঃ

৭। শ্রীকমলাকান্ত বড়াল, রঘুনাথগঞ্জ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটি, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible] হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।